তোমরা পাত্র ঢেকে দাও,পানির মশকের মুখ বেঁধে দাও, দরজাসমূহ বন্ধ ক’রে দাও, প্রদীপ নিভিয়ে দাও। কেননা, শয়তান মুখ বাঁধা মশক খুলে না, বন্ধ দরজাও খুলে না এবং পাত্রের ঢাকনাও উম্মুক্ত করে না।

জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে মারফু হিসেবে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “(রাত্রে ঘুমাবার আগে) তোমরা পাত্র ঢেকে দাও, পানির মশকের মুখ বেঁধে দাও, দরজাসমূহ বন্ধ ক’রে দাও, প্রদীপ নিভিয়ে দাও। কেননা, শয়তান মুখ বাঁধা মশক খুলে না, বন্ধ দরজাও খুলে না এবং পাত্রের ঢাকনাও উম্মুক্ত করে না। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি পাত্রের মুখে ‘বিসমিল্লাহ’ বলে আড় ক’রে রাখার জন্য কেবল একটি কাষ্ঠখণ্ড ছাড়া অন্য কিছু না পায়, তাহলে সে যেন তাই করে। কারণ ইঁদুর ঘরের লোকজনসহ ঘর পুড়িয়ে ছারখার ক’রে দেয়।” [সহীহ] [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রে ঘুমাবার আগে সব ধরনের কষ্টদায়ক থেকে বাঁচা এবং রাতে অবতীর্ণ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার পাত্র ঢেকে রাখা, পানির মশকের মুখ বেঁধে রাখা, দরজাসমূহ বন্ধ ক’রে দেওয়ার নির্দেশ দেন। কারণ, তাতে রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ এবং অনিষ্টকারী ও খেলতামাশাকারী থেকে জান ও মালের সুরক্ষা। আর তিনি প্রদীপ নিভিয়ে দেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন। কারণ, তাতে রয়েছে ঘর ও তার অধিবাসীদের সুরক্ষা। কারণ, বাতি না নিভালো আগুন লেগে পুড়ে ক্ষতি হওয়ার শঙ্কা থাকে। হাদীসটি রাতে ঘুমানোর সময়ের ক্ষেত্রে প্রযোজন্য। আর তিনি জানান যে, শয়তান মুখ বাঁধা মশক খুলে না, বন্ধ দরজাও খুলে না এবং পাত্রের ঢাকনাও উম্মুক্ত করে না। তবে যদি এমন কোন বস্তু দ্বারা পাত্র ডাকা সম্ভব না হয়, যাতে তার ভিতরে কি আছে দেখা না যায় বা কিছু অংশ খোলা না থাকে তখনও সে খোলা অবস্থায় পাত্র রেখে দেবে না। বরং তার উপর একটি কাষ্ঠখণ্ড বিছিয়ে রেখে দেবে। আর পাত্র ডাকা, মশক বন্ধ করা এবং দরজ বন্ধ করার সময় বিছমিল্লাহ পড়বে। আর তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রদীপ ইত্যাদি এমন বস্তু যখন তুমি তা আপন অবস্থায় রেখে দেবে এবং ঘুমের আগে তা নিভাবে না হতে পারে ইঁদুর তা নিয়ে খেলবে। তখন তা ঘুমের সময় বাড়ীর লোকদের জালিয়ে দেওয়ার কারণ হবে।

http://www.sunnah.global/hadeeth/bn/show/8925